ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শীঘ্রই বিয়ে করছেন অনন্যা পাণ্ডে, পাত্র আম্বানির কর্মচারী!

পৃঃ 7

দিয়ালোর সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করলো ম্যানইউ

পৃঃ 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০১৮ ● কলকাতা ● ০৪ মাঘ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ১৮ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

## অভিষেকের নাম করে পাল্টা তালিকায় নয়া মাত্রা দ্বন্দ্বে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

বাক্যবন্ধটিই আলোড়ন ফেলে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষে। এবং তা ঘিরেই গত কয়েক দিন ধরে চলা টানাপড়েনে ইতি টানতে চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোলসা করে বলতে হয়েছে, অন্য কেউ নয়, দল চালাবেন তিনিই! কন্টাই (কাঁথি) সমবায় ব্যাঙ্কের বোর্ড গঠনকে উপলক্ষ করে এ কথা বললেও তৃণমূল নেত্রীর এই বার্তাই গত ২৪ ঘণ্টায় শাসক দলের অন্দরে ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে!সেই মতোই

এরপর ২ পাতায়

# মেদিনীপুর কাণ্ডে একসঙ্গে সাসপেন্ড সিনিয়র, জুনিয়র মিলিয়ে ১২ জন চিকিৎসক!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে এক প্রসূতি এবং সদ্যোজাতের মৃত্যুর ঘটনায় সরাসরি হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসক এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেই কাঠগড়ায় তুলল রাজ্য সরকার। এই ঘটনায় হাসপাতালে আরএমও, এমএসভিপি-র সিনিয়র চিকিৎসক এবং জুনিয়র চিকিৎসক মিলিয়ে একসঙ্গে ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করল রাজ্য সরকার।

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বিষ স্যালাইন দেওয়ার ফলে চার জন প্রসূতি এবং তাঁদর সদ্যোজাত সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে আগেই এক প্রসূতির মৃত্যু হয়। আজ সকালে মৃত্যু হয়েছে অন্য এক প্রসূতির সদ্যোজাত সন্তানেরও। বাকি তিন প্রসূতিকে চিকিৎসার জন্য কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু জন অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠলেও

এরপর ৩ পাতায়

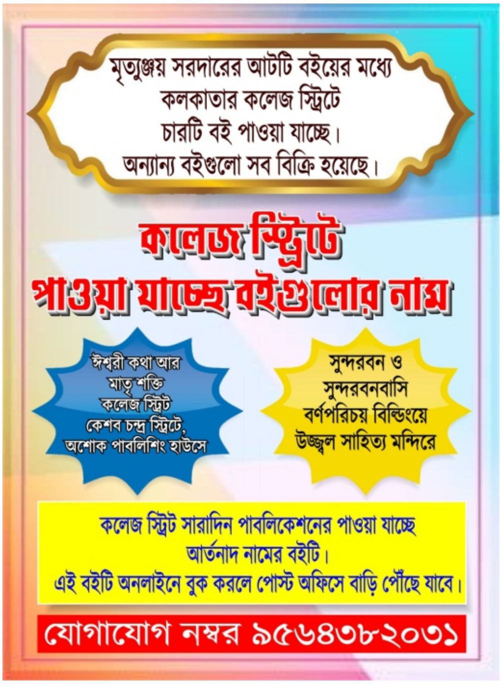

(১ম পাতার পর)

# অভিষেকের নাম করে পাল্টা তালিকায় নয়া মাত্রা দ্বন্দ্বে

বৃহস্পতিবার চেয়ারপার্সন মমতার দেওয়া তালিকাই থেকে গিয়েছে পরিচালন সমিতি নির্বাচনে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই রিপোর্ট বক্সীর মাধ্যমে পৌঁছেছে তৃণমূল নেত্রীর কাছে। তবে তার পরেও ইতি পড়ছে না দ্বন্দ্ব-পর্বে। নিজের লোকসভা কেন্দ্রে 'সেবাশ্রয়' শিবিরের 'সাফল্যে'র কথা বলতে গিয়ে অভিষেক লিখেছেন, পরিষেবা যাঁরা পাচ্ছেন এবং যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁরা একসঙ্গে মিলে দেখিয়ে দিচ্ছেন— 'প্রশাসন পরিচালনার অর্থ শুধু মুখের কথা নয়, বরং, মানুষের জীবন পাল্টে দেওয়ার মতো কাজ'! এই মন্তব্যের ইঙ্গিত নিয়ে ফের দানা বেঁধেছে জল্পনা।

ব্যাপ্তির কারণেই পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুকের দু'টি সমবায় ব্যাঙ্কের নির্বাচন বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। এ বার সেই নির্বাচনের গোড়া থেকেই রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় ছিল শাসক তৃণমূল। শুধু তা-ই নয়, প্রাথমিক পর্ব থেকে নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই ও সাংগঠনিক স্তরে তদারকিতে জড়িয়েছিলেন দলের রাজ্য নেতৃত্ব। অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের কারণে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী জেলার দলীয় বিধায়ক ও নেতাদের সঙ্গে একাধিক বার বৈঠক করেন এবং রাজ্য স্তরের দুই নেতাকে আলাদা করে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বও দেন। ভোটে জিতলেও বোর্ড গঠনের আগে সেই অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরেই দলের অন্দরের মতপার্থক্য 'চেয়ারপার্সন' আর 'বস'-এর টানাপোড়েনে এসে দাঁড়ায়। হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে স্বয়ং মমতাকে।

দলীয় সূত্রে খবর, প্রার্থী বাছাই নিয়ে সমস্যা মনোনয়ন প্রত্যাহারের পথে কোনও ক্রমে সামাল দিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েও সেই তৃণমূলের বিরোধ থামেনি। পরিচালন সমিতিতে কারা থাকবেন, তা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হতেই দলের তরফে তালিকা নির্দিষ্ট করে দেন রাজ্য সভাপতি বক্সী। কিন্তু সেই তালিকার পাল্টা আর একটি তালিকাও সামনে আনতে শুরু করে জেলা দলের একাংশ। দলীয় সূত্রে খবর, প্রকাশ্যেই তারা দাবি করে যে, এই পাল্টা তালিকায় সমর্থন রয়েছে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের! এই নিয়ে আলোচনা শুরুর পরেও পাল্টা তালিকা 'বস'-এর অনুমোদিত বলে জেলা নেতৃত্বের ওই অংশ সরে দাঁড়াতে অনড় থাকেন। সামাল দিতে দলের যে নেতারা আলোচনা চালিয়েছেন, তাঁদের বিস্মিত করেই দলের দেওয়া তালিকার বিপরীতে সামনে আসে 'বস'-এর তালিকা!বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলায় সমবায় জিতেও দলীয় দ্বন্দ্বে এমনই চাপের মধ্যে পড়ে যান তৃণমূল নেতৃত্ব। গোটা ঘটনার বিবরণ জানানো হয় তৃণমূল নেত্রীকেও। দলীয় সূত্রে খবর, তাতেই ক্ষুব্ধ মমতা সকলকে বৈঠকে ডাকার নির্দেশ দেন রাজ্য সভাপতি বক্সীকে। নিজের ভবানীপুরের দফতরে বুধবারের ওই বৈঠকে হাতজোড় করে দুই শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্বের নাম করে চলা এই বিবাদ এড়াতে অনুরোধ করেন তিনি। কিন্তু পাল্টা তালিকার নেতারা গোড়ায় অনড় থাকায় রাজ্য সভাপতি যোগাযোগ করেন তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে। বক্সীর স্মার্ট ফোন না-থাকায় দফতর থেকে জেলারই এক বিধায়কের ফোনে যোগাযোগ করে পাল্টা তালিকা প্রত্যাহারে কড়া নির্দেশ দেন মমতা। বিধায়ক ও নেতাদের নাম ধরে তৃণমূল নেত্রী জানিয়ে দেন, এই নির্দেশ না-মানলে তাঁরা 'অন্য কিছু' ভাবতে পারেন।

## খোলা বাজারে আর বিক্রি করা যাবে না মুরগির মাংস? নির্দেশিকা জারি করবে কলকাতা পুরসভা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

খোলা বাজারে মুরগির মাংস বিক্রি নিয়ে একাধিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ। এ নিয়ে এবার আলোচনা হল কলকাতা পুরসভাতেও।

সূত্রের খবর, অদূর ভবিষ্যতে আর খোলা বাজারে বিক্রি করা যাবে না মুরগির মাংস। এ ব্যাপারে শীঘ্রই নির্দেশিকা জারি করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা।

এদিন পুরসভার আলোচনায় মুরগির মাংসর প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন বিজেপি কাউন্সিলর মিনাদেবী পুরোহিত। বিজেপি কাউন্সিলর বলেন, "মাংস খোলা বিক্রি

এরপর ৬ পাতায়

# এত বছর কেন মনে হয়নি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লেখা সেন্সিটিভ?' বিচারপতির সিনহার কড়া ভর্ৎসনা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

আসন্ন বইমেলায় স্টল পাচ্ছে না বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তাই কলকাতা হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়তে হল 'পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড'কে। গিল্ডের প্রতিনিধিদের রীতিমতো ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে প্রকাশিত পত্রিকায় যা লেখা হয়, তা স্পর্শকাতর।গিল্ডকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি সিনহা বলেন,

"এত বছর ধরে অনুমতি দিয়ে এসেছেন? তখন মনে হয়নি, এই সংগঠনের লেখা স্পর্শকাতর? এত বছর তবে কেন অনুমতি দিলেন? এত বছর যখন অনুমতি দিলেন, এই বছর নয় কেন?"

বিচারপতি আরও উল্লেখ করেন, এর আগের মামলা আদালত খারিজ করেছিল,কারণ তাদের কোনও পাবলিশিং হাউজের রেজিস্ট্রেশন ছিল না। তবে এই মামলায়, মামলাকারী নিজেদের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এর স্টলের জায়গা ঠিক করে, আদালতে পরের দিন জানাতে মৌখিক নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আগামী

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

# মেদিনীপুর কাণ্ডে একসঙ্গে সাসপেন্ড সিনিয়র, জুনিয়র মিলিয়ে ১২ জন চিকিৎসক!

একজন প্রসূতি এখনও আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম জানান, যে স্যালাইন নিয়ে বিতর্ক সেগুলি একাধিক বার পরীক্ষা করার পরই ব্যবহারের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। এ কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন তো মনে হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ অন্য ঘটনা।'এ দিন সাংবাদিক বৈঠক করে এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনাকে শিউড়ে ওঠার মতো উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীও বলেন, সিনিয়র চিকিৎসকরা নিজেদের দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করলে প্রসূতি এবং সদ্যোজাতদের এই পরিণতি হত না।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সাসপেন্ড হওয়া চিকিৎসকদের মধ্যে রয়েছেন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আরএমও সৌমেন দাস। এ ছাড়াও দিলীপকুমার পাল নামে আরও এক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে থাকা চিকিৎসককেও সাসপেন্ড করা হয়েছে। অভিযোগ, ঘটনার দিন ওই চিকিৎসকেরই মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে প্রসূতিদের অস্ত্রোপচার করা কথা ছিল। কিন্তু হাসপাতালে ডিউটি থাকলেও সেই সময় তিনি মেদিনীপুর শহর থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে ডেবরার বালিচকে একটি নার্সিং হোমে গিয়ে অন্য অস্ত্রোপচার করেছিলেন।এর পাশাপাশি হাসপাতালের এমএসভিপি জয়ন্তকুমার রাউথ, হিমাদ্রি নায়েক এবং মহম্মদ আলাউদ্দিন নামে আরও দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক পল্লবী বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সাসপেন্ড করা হচ্ছে। পাশাপাশি মৌমিতা মণ্ডল, ভাগ্যশ্রী কুণ্ডু, সুশান্ত মণ্ডল, পূজা সাহা, মণীশ কুমার এবং জাগৃতি ঘোষ নামে ছ জন পিজিটি পড়ুয়াকেও সাসপেন্ড করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যসচিব দু জনেই জানিয়েছেন, এই ঘটনায় রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তৈরি করে দেওয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দল এবং সিআইডি তদন্ত রিপোর্ট মিলে গিয়েছে। দুটি রিপোর্টেই হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসক এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কথাই উঠে এসেছে।

মুখ্যসচিব বলেন, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পাঠানো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কমিটি এবং সিআইডি তদন্তেই এই ঘটনায় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠে এসেছে। সিনিয়র চিকিৎসক, আরএমও-র অনুপস্থিতিতে জুনিয়র ট্রেনি চিকিৎসকরা ওই অস্ত্রোপচারগুলি করেন বলেও অভিযোগ।মুখ্যসচিব আরও জানান, 'ঘটনার দিন হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসকের বদলে ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট মিলিয়ে প্রসূতিদের অস্ত্রোপচার করেন। একজন সার্জেন্ যেভাবে অস্ত্রোপচার করেন সেভাবে অস্ত্রোপচার করা হয়নি। সংক্রমণ রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আরএমও নিজেও উপস্থিত ছিলেন না। কোনও প্রোটোকল মানা হয়নি। সিনিয়র চিকিৎসক এবং ম্যানেজমেন্ট যাদের পুরো বিষয়টি দেখার দায়িত্ব ছিল, তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেননি। এমন কি অস্ত্রোপচারের পর প্রোটোকল ভেঙে প্রসূতিদের পরিবারের থেকে মুচলেকাও লিখিয়ে নেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।'

# ৬০টি বুলডোজার নামিয়ে দখলমুক্ত করা হল মধ্যপ্রদেশে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

প্রশাসন সূত্রে খবর, গুনার চাচৌড়ার কমলপুর এবং দেদলা গ্রামের ৯০০ বিঘা বনভূমি দখল করে নিয়েছিল তারা। অভিযোগ জমা পড়তেই তৎপর হয় রাজ্য প্রশাসন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য শিন্দের উদ্যোগে সেই জমি দখলমুক্ত করার অভিযান চালানো হয়।প্রশাসন সূত্রে খবর, ২০১৬ সালে প্রশাসন এই বনভূমি মাফিয়াদের হাত থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই সময় অভিযানে যাওয়া সরকারি কর্মী এবং পুলিশের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় জমি মাফিয়ারা। কিন্তু এ বার পুরো প্রস্তুত হয়েই অভিযান

এরপর ৬ পাতায়

(২ পাতার পর)

## এত বছর কেন মনে হয়নি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লেখা সেন্সিটিভ?' বিচারপতির সিনহার কড়া ভর্ৎসনা

সোমবার, ২০ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য করা হয়েছে।এই যুক্তিতেই স্টল দেওয়া হচ্ছে না ওই সংগঠনকে। আর সেই যুক্তি শুনেই ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি সিনহা।

আবেদনকারী অর্থাৎ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফের আইনজীবী সুবীর সান্যাল জানান, গিল্ডের তরফ থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, বিভিন্ন শর্ত দিয়ে। সেই সব শর্ত মেনে ৬০০ স্কোয়ার ফুট জায়গার কথা বলা হয় সংগঠনের তরফে। এরপর গত ১০ জানুয়ারি ইমেল মারফত গিল্ডের কাছে জানতে চাওয়া হয়, কী আপডেট আছে? আইনজীবী জানান, আজ পর্যন্ত কিছুই জানানো হয়নি। পরিষ্কার করে কিছু বলা হচ্ছে না। সেই কারণেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।গিল্ডের আইনজীবী জানান, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কোনও পাবলিশার্স নয়। বুক সেলারও নয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পত্রিকা হল 'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নামেই আবেদন জানানো হয়েছে। বিচারপতি বলেন, "আপনারা জানতেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নিজেদের পাবলিকেশন হাউজ আছে?" এরপর গিল্ডের আইনজীবী যুক্তি দেন, ওদের প্রতিবেদন বা বইয়ের লেখা যথেষ্ট সেন্সিটিভ (স্পর্শকাতর), কন্ট্রোভার্সিয়াল (বিকর্কিত)। গিল্ড কোনও কন্ট্রোভার্সি চায় না বলে দাবি করেন তিনি।

গিল্ডকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি সিনহা বলেন, "এত বছর ধরে অনুমতি দিয়ে এসেছেন? তখন মনে হয়নি, এই সংগঠনের লেখা স্পর্শকাতর? এত বছর তবে কেন অনুমতি দিলেন? এত বছর যখন অনুমতি দিলেন, এই বছর নয় কেন?" বিচারপতি আরও উল্লেখ করেন, এর আগের মামলা আদালত খারিজ করেছিল,কারণ তাদের কোনও পাবলিশিং হাউজের রেজিস্ট্রেশন ছিল না। তবে এই মামলায়, মামলাকারী নিজেদের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন।

# সম্পাদকীয়

## একটা অদৃশ্য হাত রয়েছে', কার দিকে আঙুল?

আর কয়েক ঘণ্টা। শনিবার আর জি কর খুন-ধর্ষণ মামলায় রায় ঘোষণা করবে শিয়ালদহ আদালত। তার আগেই বিস্ফোরক অভিযোগ নির্যাতিতার বাবা-মায়ের । যেমন প্রশ্ন তুললেন সিবিআই তদন্তের উপর তেমনই কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্য সরকারকেও।গত ৯ অগস্ট কলকাতার আর জি কর হাসপাতাল থেকে উদ্ধার হয় ৩১ বছর বয়সি তরুণী চিকিৎসকের ক্ষত-বিক্ষত দেহ। তরুণী চিকিৎসকের দুই চোখ, মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। যৌনাঙ্গে ও গলায় ছিল ক্ষত। আঘাতের চিহ্ন ছিল মুখে, পায়ে, নখে, পেটে, হাতে, ঠোঁটে। ঘটনার পরই এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। বাকি আরও কেউ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল কিনা সেই বিষয়ে এখনও তদন্ত চলছে। আগস্টের ওই ঘটনার পাঁচ মাস পর ২০২৫ এ এসে তিলোত্তমা কাণ্ডে রায় দিতে চলেছে শিয়ালদহ আদালত। আগামীকাল দুপুর আড়াইটের সময় রায় শোনানোর কথা।রাজ্য সরকারের দিকে আঙ্গুল তুলে এদিন তিলোত্তমার মা-বাবা বলেন, 'রাজ্য চায়নি বলেই মেয়েটা বিচার পায়নি' ।তিলোত্তমার বাবা বলেন, 'সিবিআই কোনও কাজই করেনি। সিএফএসএল বলছে ঘটনা সেমিনার রুমে ঘটেনি। এদিকে সিবিআই ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে একাই দোষী প্রমাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে।" 'যদিও তারা কতটা সফল হবে সেটা আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করছে', বলে দাবি করেন নির্যাতিতার বাবা।

একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে তিলোত্তমার বাবা বলছেন, "সব কিছুর পেছনে একটা অদৃশ্য হাত কাজ করছে।" কার হাত? স্পষ্ট কিছু না বললেও রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তরের দিকেই ইঙ্গিত করেন তিনি। সেই অদৃশ্য হাতের অদৃশ্য নির্দেশেই সব তথ্য-প্রমাণ লোপাট হয়েছে, চালান ছাড়াই ময়নাতদন্ত হয়েছে বলে দাবি তিলোত্তমার বাবার।

তিলোত্তমার মায়ের কথায়, "আমার মেয়ের মৃত্যুর পর থেকে একটা অদৃশ্য আদেশ কাজ করছে নেপথ্যে।" তিনি আরও বলেন, "উপরের নির্দেশ ছাড়া আমরা আমাদের মেয়ের মুখটুকুও দেখতে পাইনি। উপরের নির্দেশ মিলতে মেয়েকে দেখতে দেয়। সিপি আমাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলেন।"

# আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(বারোতম পর্ব)

এটাই কালীঘাটের উৎপত্তির পৌরাণিক ইতিহাস। কালীঘাটের আদি সৃষ্টির ইতিহাস পুরোটাই কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর করে।

আগে কালী ছিলেন অনার্যদেবী। তখনও তিনি হিন্দু দেবদেবীদের মধ্যে পুরোপুরি ঠাঁই পান নি। কালীর পূজো পুরনো বিশ্বাস অনুযায়ী নর ও অন্যান্য বলি দিয়ে করা হত। তাই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল কালীক্ষেত্রের এই দুর্গম জঙ্গলপূর্ণ এলাকায় যেখানে তখন আইনের শাসন ও সভ্যতার আলো এসে পৌঁছয়নি।

এই অঞ্চলের অধিবাসী তখন প্রধানত পোদ, জেলে,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক ইতিবাচক দিকে এগিয়ে নিতে চায় ভারত

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ঢাকার সাথে নয়াদিল্লির দৃষ্টিভঙ্গি 'ইতিবাচক'। ভারত চাই বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক 'ইতিবাচক' দিকে এগিয়ে যাক। শুক্রবার এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এই মন্তব্য করেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

তিনি সম্প্রতি নয়া দিল্লিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করার বিষয়েও কথা বলেছেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের সাথে অপরাধমুক্ত সীমান্ত নিশ্চিত করতে ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

মুখপাত্র বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান বেশ কয়েকবার স্পষ্ট করা হয়েছে। আমাদের পররাষ্ট্র সচিবের সফরে আমরা বলেছি, আমরা ইতিবাচক সম্পর্ক চাই। আমরা ইতিবাচক দিকে এগোতে চাই। আমরা বাংলাদেশের জনগণের সাথে ফেডারেল সম্পর্ক চাই। আমরা চাই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বাংলাদেশের জনগণ এবং ভারতের জনগণের জন্য ভালো হোক। তাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এটাই, একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং এটিই রয়ে গেছে। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিসরি গত বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা মোঃ তৌহিদ হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব জসিম উদ্দিনের সাথেও পররাষ্ট্র দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন।

মিসরি "গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল,

এরপর ৫ পাতায়

## শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বেঁটে-খাটো ছিল তার চেহারা, আর তার গায়ের রং ছিল কালো। চোখ আর চুলের রং ছিল কটা। নিষ্ঠুর ছিল তার আচরণ। ফাঁদ জাল, দড়ির ফাঁস এবং প্রাণী হত্যার নানা রকম হাতিয়ারে পরিপূর্ণ ছিল তার বাড়ি। একদিন সে বনে গিয়ে অনেক পশু হত্যা করল। তারপর নিহত পশুদের মাংসভার নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল।

ক্রমশঃ


• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# পাকিস্তানিরাই বিশ্বাস করে না পাকিস্তানকে! লক্ষ কোটির সোনা পেয়েও কেন চিঁড়ে ভিজছে না?

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

হাতে চাঁদ পেয়েছে পাকিস্তান। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়-কুটো আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করে, তেমনই ডুবন্ত দেশটাও ডুবতে ডুবতে খুঁজে পেয়েছে আস্ত একটা জাহাজ। উঠে পড়লেই হল।তরতরিয়ে এগোবে অর্থনীতির গাড়ি। ভাবছেন ব্যাপারটা কী?যদিও, পাকিস্তানে সরকারি প্রশাসনের একটা অংশ স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছে। তারা বলছে যে, সোনা কোষাগার ভরাবে। সরকারের রাজস্ব বাড়বে। তাই দিয়ে ধার মেটানো যাবে। কাজের সুযোগ তৈরি হবে। দেশের বেহাল আর্থিক পরিস্থিতির ছবিটাই বদলে যাবে। মানে, একটা এল ডোরাডো হাতে পেয়ে গেছি আর কী।নভেম্বর মাসেই খবর মিলেছিল, বিশ্বের বৃহত্তম সোনার খনির হদিশ পেয়েছে চিন।অতটা না হলেও পাকিস্তানের মাটিতেও মিলেছে প্রায় ৩৩ টন সোনার ভান্ডার। যার বাজার মূল্য প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ

পাক পঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধু নদের অববাহিকায় মাটির নীচে বিপুল পরিমাণে সোনা মজুত রয়েছে। পাক পঞ্জাবের প্রাক্তন খনিমন্ত্রী ইব্রাহিম হাসান মুরাদ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ১২৭টি এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ পাকিস্তান। তাতেই সিন্ধু নদের তীরে সোনার ভান্ডারের খোঁজ মিলেছে।

তবে দেশটার নাম পাকিস্তান তো। এই গল্পে আবার একটা টুইস্টও আছে। পাকিস্তানিরাও পাকিস্তানকে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না। গত ৫ বছরেই অন্তত ৮ বার পাকিস্তানে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ মেলার খবর ভেসে উঠেছে। কখনও প্রাকৃতিক গ্যাস, কখনও হিলিয়াম, কখনও আবার অন্যান্য খনিজ সম্পদ। তবে, এইসমস্ত খবর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।

পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ, পলিসি মেকারদের একটা অংশই বলছেন, এসব খবর আইএমএফের ঋণ পাওয়ার জন্য নানা মহল থেকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ঋণ ছাড়া পাকিস্তান বাঁচবে না। আর কোন দেশের স্থায়ী সম্পদ কত, সেটা মেপে দেখে তবে ধার দেয় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার। তাই, এসব বলে একটা চুপসে যাওয়া বেলুনকে ফুলিয়ে দেখানোর চেষ্টা আর কী। গত সেপ্টেম্বরেই পাকিস্তানে বিশাল পরিমাণে Liquefied petroleum gas বা এলপিজি মেলার খবর ছড়িয়েছিল। তিন মাসের মধ্যেই সব ভোঁ ভাঁ। ফলে, পাক নাগরিকদেরই একটা অংশ বলছে, সোনা যদি মিলল তবে তা খুঁড়ে তোলার কাজ কবে থেকে শুরু হবে তা তো বলা হচ্ছে না। সোনা যদি থেকেও থাকে তাহলেও সেটা কমার্শিয়াল মাইনিংয়ের উপযোগী কিনা, সে প্রশ্নেরও তো উত্তর নেই।

(৪ পাতার পর)

## বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক ইতিবাচক দিকে এগিয়ে নিতে চায় ভারত

শান্তিপূর্ণ, প্রগতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক" বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃঢ় সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন এবং পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং একে অপরের উদ্বেগ ও স্বার্থের প্রতি সংবেদনশীলতার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সাথে ইতিবাচক এবং গঠনমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ভারতের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেন।

সীমান্তে বেড়া দেওয়ার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, নয়াদিল্লি আশা করে, এই ধরণের অপরাধ দমনে ঢাকা পূর্বের সকল সমঝোতা সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তবায়ন করবে।

"আমরা আমাদের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলেছি। আমরা ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারকে তলব করেছি এবং সীমান্তে বেড়া দেওয়ার বিষয়ে আমাদের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট করেছি এবং আমি আমাদের বাংলাদেশী প্রতিপক্ষের কাছে আমাদের কিছু বিষয় পুনর্ব্যক্ত করতে চাই। সীমান্ত সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে আন্তঃসীমান্ত অপরাধমূলক কার্যকলাপ, কাঁটাতারের বেড়া, সীমান্তে আলো, প্রযুক্তিগত যন্ত্র স্থাপন এবং গবাদি পশুর চোরাচালান ও পাচার কার্যকরভাবে মোকাবেলা করে বাংলাদেশের সাথে অপরাধমুক্ত সীমান্ত নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ," বলেন জয়সওয়াল।

গত সপ্তাহে, ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার মো. নূরল ইসলামকে তলব করা হয়। ভারত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে জানিয়েছে, সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত সকল প্রোটোকল এবং চুক্তি মেনে চলছে নয়াদিল্লি, যার মধ্যে বেড়া দেওয়ার বিষয়টিও রয়েছে।

রোববার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব করার একদিন পর বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারকে তলব করা হয়।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সাম্প্রতিক বেড়া নির্মাণের বিষয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করে এবং ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করে তাদের আপত্তি জানায়।

## আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

**Emergency Contacts**
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

**Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors**
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

**Administrative Contacts**
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

**Contacts of Railway Stations & Banks**
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

## রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 02 ভারত মেডিকেল হল | 03 সপ্না মেডিকেল হল | 04 ভারত মেডিক্যাল হল | 05 ঘোষ মেডিকেল | 06 ঔষধ ঘর |
| 07 আরোগ্য মেডিক্যাল | 08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী | 11 সিনহা মেডিকেল হল | 12 গোকুল ফার্মেসী |
| 13 ঔষধ ঘর | 14 সৌভিক ফার্মেসি | 15 নির্মলা মেডিকেল হল | 16 মাতৃ ফার্মেসী | 17 ইউনিক ফার্মেসী | 18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি |
| 19 ঘোষ মেডিকেল | 20 সৌভিক ফার্মেসি | 21 আরোগ্য মেডিকেল | 22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 23 শোভা মেডিকেল হল | 24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার |
| 25 সিনহা মেডিকেল হল | 26 ঘোষ মেডিকেল | 27 মাতৃ ফার্মেসী | 28 সৌভিক ফার্মেসি | 29 নির্মলা মেডিকেল হল | 30 মাতৃ ফার্মেসী |

# সাইফ আলীকে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় মোদিকে এক হাত নিলেন কেজরিওয়াল

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

বলিউড অভিনেতা সাইফ আলী খানকে নিজ বাড়িতে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় এবার নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারকে এক হাত নিলেন দিল্লির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

তিনি বলেছেন, 'এত বড় অভিনেতা, যিনি এত নিরাপদ জায়গায় থাকেন, তার বাড়িতেই আক্রমণ করা হচ্ছে। এটা উদ্বেগের বিষয়। সরকার যদি এত বড় সেলিব্রিটিদের নিরাপত্তা দিতে না পারে, তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে? ডাবল ইঞ্জিন সরকার না পারে সুশাসন, না পারে জনগণকে নিরাপত্তা দিতে।'

বৃহস্পতিবার এক ভাষণে এই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান কেজরিওয়াল। খবর ইন্ডিয়া টুডের।

গুজরাটের সবরমতী জেলেবন্দি গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের কথা উল্লেখ করে আম আদমি পার্টি (এএপি) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, গুজরাটের জেলে বসে থাকা একজন গ্যাংস্টার নির্ভীকভাবে কাজ করছে। মনে হচ্ছে তাকে সুরক্ষিত রাখা হচ্ছে। গত বছর সালমান খানের বাসভবনে হামলা এবং মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী ও এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকীর হত্যার সঙ্গে বিষ্ণোই গ্যাং জড়িত বলে অভিযুক্ত।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তিনি আরও বলেন, নোংরা রাজনীতি বন্ধ করে জনগণকে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য কাজ করতে আমি কেন্দ্রের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

এর আগে, কেজরিওয়াল সাইফ আলী খানের ছুরিকাঘাতের বিষয়ে টুইট করেন। তিনি তাতে লেখেন, তিনি সাইফ আলী খানের ওপর হামলার কথা শুনে হতবাক হয়েছেন।

এদিকে বলিউড অভিনেতা সাইফ আলী খানকে ছুরিকাঘাতে জড়িত সন্দেহে একজনকে আটক করেছে ভারতের পুলিশ। তবে তিনি সাইফকে ছুরিকাঘাত করেছেন কি না বা সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যাওয়া ব্যক্তিই কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

(৩ পাতার পর)

## ৬০টি বুলডোজার নামিয়ে দখলমুক্ত করা হল মধ্যপ্রদেশে

চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক। মাফিয়াদের হাত থেকে জমি দখলমুক্ত করে বড় সাফল্য পেল বলেই মনে করছে প্রশাসন।সরকারি জমি দখলমুক্ত করার জন্য গুনার জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ পেয়ে বুলডোজার এবং কর্মীদের নিয়ে ওই গ্রামে পৌঁছন জেলাশাসক। তার পরই শুরু হয় অভিযান। বিশাল পুলিশবাহিনীর উপস্থিতিতে জমিতে বেশ কিছু নির্মাণ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, এই অভিযান চালানোর জন্য জেলাশাসক ৬০টি বুলডোজার নিয়ে গিয়েছিলেন জেলাশাসক। সঙ্গে ছিলেন বন দফতরের আধিকারিক-সহ ৬০০ কর্মী।

## ট্রাম্পের শপথে আমন্ত্রণ পেলেন শি জিনপিং, পাননি মোদি!

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

আগের মেয়াদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জোর গলায় বন্ধু বলে ডেকেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ায় মুহূর্তেই ঘটা করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মোদি।

কিন্তু অনেককেই অবাক করেছে ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের নামের তালিকা। সেই তালিকায় নেই মোদির নাম। ভারত জানিয়েছে, ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

তবে ট্রাম্পের ২০ জানুয়ারির শপথ অনুষ্ঠানে অতিথির তালিকায় আছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

তবে কেবল মোদি নন ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভনডার লেনও আমন্ত্রণ পাননি। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনবারের প্রার্থী ও কট্টর ডানপন্থী নেত্রী মেরিন লা পেনকেও ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০ জানুয়ারি শপথ নিতে যাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় ওপরের সারিতে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এবং আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জেভিয়ার মিলেইর নাম রয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রশংসাকারী হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট ভিক্টর অরবানও আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে গত মাসেই শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ট্রাম্প। তবে তিনি উপস্থিত থাকবেন বলে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।তবে এই অনুষ্ঠানে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে পাঠানোর মধ্য দিয়ে তিনি নিশ্চিতভাবে ট্রাম্পের কাছে শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দিতে চান।

(২ পাতার পর)

## খোলা বাজারে আর বিক্রি করা যাবে না মুরগির মাংস? নির্দেশিকা জারি করবে কলকাতা পুরসভা

হওয়ায় দুর্গন্ধ ও মশার সংখ্যা বাড়ছে।" এর প্রতিকারে পদক্ষেপের আর্জি জানান তিনি। সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ বলেন, যেভাবে অনেকেই মুরগি নিয়ে রাস্তায় বসে পড়ছেন আর বিক্রি করছেন। তাতে এটা আটকানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তুলনামূলকভাবে পাঠার মাংসর দোকান কাচ দিয়ে ঘেরা থাকে। এরপরই অতীন জানান, খোলা বাজারে চিকেন বিক্রিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শীঘ্রই একাধিক নির্দেশিকা জারি করা হবে। একইসঙ্গে মীনাদেবীর ওয়ার্ডে এক সপ্তাহের মধ্যে মুরগির মাংস বিক্রির সমস্যার সমাধান করা হবে বলে জানান ডেপুটি মেয়র।

# সিনেমার খবর

## অ্যানিম্যাল: বিশেষ দৃশ্যে কান্না পায় তৃপ্তির, কী করেছিলেন রণবীর?

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

'বুলবুল', 'কলা'-র মতো ছবিতে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু 'অ্যানিম্যাল' তাকে রাতারাতি জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। তবে সেই ছবিতে অভিনয় করে একাধিক বার সমালোচনার শিকারও হতে হয়েছে বলিউড অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরিকে। ছবিতে রণবীর কাপূরের সঙ্গে তৃপ্তির শয্যাদৃশ্য ছিল আলোচনার কেন্দ্রে।

সম্প্রতি সাক্ষাৎকারে তৃপ্তি জানান, তার চরিত্রটি মোটেই সহজ ছিল না। সহ-অভিনেতা হিসেবে রণবীর নাকি তাকে খুব সাহায্য করেছেন। শয্যাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও কঠিন ছিল নাকি অন্য আরো একটি দৃশ্য। এই দৃশ্যে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন রণবীরের সামনে। কিছুতেই সংলাপ মনে রাখতে পারছিলেন না তৃপ্তি। চোখে পানিও আসছিল তার। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন রণবীর।

তৃপ্তির মতে রণবীর নাকি সহ-অভিনেতা হিসেবে খুবই নিরাপদ। কেন সেই 'কঠিন' দৃশ্যে সংলাপ মনে রাখতে পারছিলেন না তৃপ্তি? এই প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেছেন, আমি জানি, কেন মনে থাকছিল না সংলাপ। দিন-রাত এক করে কাজ করছিলাম। অন্য একটি ছবির শুটিংও চলছিল। রাতে ঘুম হচ্ছিল না। অনেক বড় সংলাপ ছিল। কিছুতেই মনে রাখতে পারছিলাম না। কান্না পাচ্ছিল সেই দিন আমার। খুব চাপ পড়েছিল।

বিষয়টি বুঝতে পারেন রণবীর। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসেন তিনি। তৃপ্তির সুবিধামতোই সেই দৃশ্যের শুটিং হয়। এমনকি পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গাও নাকি সহযোগিতা করেছিলেন। রণবীরের প্রশংসায় তৃপ্তি বলেন, তার ভাবনাচিন্তাও পরিচালকের মতোই। আমি সংলাপ বলতে পারছি না কেন, বুঝতে পেরেছিলেন রণবীর। কিন্তু কোনো ভাবেই বুঝতে দেননি, আমি সময় নষ্ট করছি।

'অ্যানিম্যাল'-এর বিরুদ্ধে নারীবিদ্বেষী তকমাও রয়েছে। কিন্তু কিছু দিন আগে তৃপ্তি দাবি করেছেন, এই ছবি নাকি মোটেই নারীবিদ্বেষী নয়।

## শীঘ্রই বিয়ে করছেন অনন্যা পাণ্ডে, পাত্র আম্বানির কর্মচারী!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

ভারতের ধনকুবের আম্বানি গ্রুপের কর্মচারী ও সাবেক মডেল ওয়াকার ব্ল্যাঙ্কোর সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডের প্রেমের গুঞ্জন কান পাতলেই শোনা যায়।

অনন্ত আম্বানী ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের প্রতিটি অনুষ্ঠানেই হাজির ছিলেন অনন্যা। সেই বিয়ের আসর থেকেই নাকি ওয়াকারের সঙ্গে অভিনেত্রীর প্রেম।

সম্প্রতি ফোর্বসের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় নিজের বিয়ে এবং সন্তান পরিকল্পনার কথা খোলাখুলি জানালেন অনন্যা পাণ্ডে। এমনকী নিজের পেশাগত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও সামনে আনেন।

অনন্যা জানান, 'ব্যক্তিগতভাবে এখন থেকে পাঁচ বছর পর আমি নিজেকে

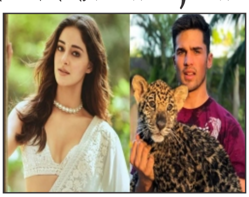

বিয়ে করলে ওয়াকার ব্ল্যাঙ্কোকেই করার সম্ভাবনা রয়েছে অনন্যার।

বিবাহিত হিসেবে দেখতে চাই। একটা সংসারে থিতু হব, সুখী হব ও সন্তান নেয়ার পরিকল্পনা চলবে। আর প্রচুর পোষ্য কুকুর থাকবে।'

অভিনেত্রীর এই অকপট স্বীকারোক্তিতে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত তার ভক্তরা। কিন্তু অনেকে আবার প্রশ্ন করছেন, ওয়াকার ব্ল্যাঙ্কোর সঙ্গে প্রেম যেহেতু, তা নিশ্চয়ই জোরালো হচ্ছে; তাহলে ওয়াকারকেই বিয়ে করছেন অনন্যা পাণ্ডে? অনন্যা আর ওয়াকারের মধ্যে যে কিছু চলছে, তাতে কারো সন্দেহ নেই। আর অভিনেত্রীর এই পরিকল্পনা জানার পরে এই জল্পনায় কিছু তো সত্যতা রয়েছে বলে দাবি করছেন তারা। অনেকের ধারণা, বিয়ে করলে ওয়াকার ব্ল্যাঙ্কোকেই করার সম্ভাবনা রয়েছে অনন্যার।

এর আগে অনন্যার সঙ্গে প্রেমের ইঙ্গিত দিয়ে তার জন্মদিনে ইনস্টাগ্রামে একটি মিষ্টি শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছিলেন ওয়াকার। অভিনেত্রীর একটি সুন্দর ছবি পোস্ট করেছিলেন তিনি। দেখা যাচ্ছে, ওয়াকারের মাথায় নিজের মাথা এলিয়ে রেখেছেন অনন্যা। অভিনেত্রীর মুখে রয়েছে মিষ্টি হাসি। ওয়াকার লিখেছিলেন, 'শুভ জন্মদিন সুন্দরী। তুমি স্পেশাল। আমি তোমাকে ভালোবাসি অ্যানি!'

## এ আর রহমান সম্পর্কে বিস্ফোরক অভিযোগ সনু নিগমের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

ভারতীয় সংগীতশিল্পী, পরিচালক, গায়ক ও প্রযোজক এ আর রহমান। যিনি বলিউড মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিকে বিশ্ব মহলে তুলে ধরেছেন সুউচ্চ অবস্থানে। এখনও উপমহাদেশের সংগীত পরিচালকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীর তকমা তার। জিতেছেন অস্কার ও গ্র্যামির মত বড় অ্যাওয়ার্ড।

এদিকে ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এ আর রহমানকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন জনপ্রিয় গায়ক সোনু নিগম। যে রহমানের সুরে একাধিক সুপারহিট গান গেয়েছেন সোনু, সেই রহমানকে নিয়ে সমালোচনা করেছেন।

সাক্ষাৎকারে সোনু বলেন, 'এআর রহমান এমন একটা মানুষ, যিনি সম্পর্ক বানান না বা সম্পর্ক তৈরিতেও কোনো রকম আগ্রহও থাকে না। সবার সঙ্গে খুব কম কথাবার্তা বলেন। অন্তত যখন আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি তারপর এমনটাই মনে হয়েছে।'

তার কথায়, 'হয়ত রহমানের আলাদা পরিচিত মহল রয়েছে। রহমান একেবারেই মিশুকে নয়। কাজ ছাড়া কিছু বোঝেন না। কোনও গসিপ নেই। রহমান এমনই, উনি নিজেও চান না ওর ব্যক্তিগত বিষয়ে কেউ কিছু জানুক। সারাক্ষণ নিজের মতো থাকেন, তিনি খুবই অদ্ভুত।'

প্রসঙ্গত, এ আর রহমান হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি ২০ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তার পূর্ব নাম ছিল এ এস দিলীপ কুমার। নয় বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর, তার পরিবার কঠিন সময় অতিবাহিত করছিল। পুরো পরিবারের দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পরেছিল। ১৯৮৮ সালে তিনি ও তার পুরো পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

# পাকিস্তানের ‘হল অব ফেমে’ ৪ ক্রিকেটার

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

ক্রিকেট মাঠে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের নিয়ে বানানো হয় ‘হল অব ফেম’। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি ২০০৯ সাল থেকে প্রায় প্রতিবছরই তাদের এই তালিকা হালনাগাদ করে আসছে। ২০২১ সালে নিজেদের ক্রিকেটারদের নিয়ে ‘হল অব ফেম’ প্রকাশ করে আসছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও (পিসিবি)। নতুন করে তারা তালিকায় সাবেক চার ক্রিকেটারকে যুক্ত করেছে।

শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে ‘হল অব ফেম’-এ নতুন হালনাগাদকৃত চারজনের নাম প্রকাশ করেছে পিসিবি। তারা হলেন– ইনজামাম-উল-হক, মিসবাহ-উল-হক, মুশতাক মোহাম্মদ ও সাঈদ আনোয়ার। এর আগে থেকে পিসিবির মর্যাদাপূর্ণ ‘হল অব ফেম’-এ আছেন ১০ ক্রিকেটার। ১১ সদস্যের (সাবেক ক্রিকেটার, সাংবাদিক ও বিশ্লেষকের সমন্বয়ে গঠিত) একটি স্বাধীন কমিটি এসব ক্রিকেটারদের নির্বাচিত করেছেন।

পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছেন, ‘পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে চার ক্রিকেটিং কিংবদন্তিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যারা পিসিবির হল অব ফেমে জায়গা প্রাপ্য। পাকিস্তান ও বিশ্ব ক্রিকেটে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য এটি তাদের এই সম্মানের প্রতীক।’

বিবৃতিতে আর বলা হয়— ‘মুশতাক মোহাম্মদকে পাকিস্তানের সবচেয়ে ভালো অধিনায়কদের মধ্যে গণ্য করা হয়, চতুর ও প্রেরণামূলক নেতৃত্বের জন্য তিনি পরিচিত। ইনজামাম-উল-হক ছিলেন দারুণ প্রতিভা এবং খেলায় তার অমোচনীয় অবদান ও ম্যাচ জেতানোর দক্ষতা ছিল। পাকিস্তান দলের দুঃসময়ে নেতৃত্বের গুরুভার নিয়েছিলেন মিসবাহ-উল-হক। ক্যারিবীয় ভূমিতে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়সহ তার অধীনে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিল পাকিস্তান। যেকোনো পরিস্থিতে বিশ্বের সেরা বোলারদের বিপক্ষে সাঈদ আনোয়ারের ছিল অকৃত্রিম অনুগ্রহ ও ক্লাসিক্যাল কৌশলে ওপেনিংয়ে সফলতার নজির।’

পাকিস্তানের সর্বকালের সেরা ব্যাটারদের একজন ইনজামাম। যিনি ১৯৯২ ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতিয়েছেন নিজের দেশকে। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে খেলেছেন ১২০ টেস্ট, ৩৭৮ ওয়ানডে ও একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। টেস্টে তার রান ৮৮৩০ এবং ওয়ানডেতে ১১ হাজার ৭৩৯ রান এসেছে এই ডানহাতি কিংবদন্তি ব্যাটারের ব্যাটে। ২০০২ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে করা ৩২৯ রান পাকিস্তানের হয়ে টেস্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। তারচেয়ে মাত্র ৮ রান বেশি নিয়ে শীর্ষে অবস্থান হানিফ মোহাম্মদের।

পাকিস্তানের সাবেক ওপেনিং ব্যাটার সাঈদ আনোয়ার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ৫৫টি টেস্টে ৪০৫২ এবং ২৪৭ ওয়ানডেতে ৮৮২৪ রান করেছেন। ১৯৯৭ সালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে তার করা ১৯৪ রান ছিল ওই সময় ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড।

মিসবাহ পাকিস্তানের সবচেয়ে সফল টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে ইতোমধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন। ২০১০ সালে পাকিস্তানের স্পট-ফিক্সিং কেলেঙ্কারির ঘটনায় উত্তাল সময়ে অধিনায়কত্ব নেন তিনি। তার অধীনেই ২০১৬ সালে পাকিস্তান টেস্ট ফরম্যাটের নম্বর ওয়ান দল হয়ে ওঠে। তিন ফরম্যাটেই মিসবাহ’র ব্যাটিং গড় ছিল ঈর্ষণীয়। তিনি ৭৫ টেস্টে ৫২২২, ১৬২ ওয়ানডেতে ৫১২২ এবং ৩৯ টি-টোয়েন্টিতে ৭৮৮ রান করেছেন।

এ ছাড়া মুশতাক মোহাম্মদ ১৯৫৯ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সেই পাকিস্তানের হয়ে অভিষেক টেস্ট খেলতে নামেন। যা ছিল ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিশ্ব ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ট ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে অভিষেকের রেকর্ড। মুশতাক ১৭ বছর বয়সে করেছেন প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি, এরপর ৫৭ টেস্টে ৩৬৪৩ এবং ১০ ওয়ানডেতে ২০৯ রান করেন। তার নেতৃত্বেই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথমবার টেস্টে জয় পায় পাকিস্তান।

## নতুন বছরে মাঠে নেমেই গোল পেলেন রোনালদো

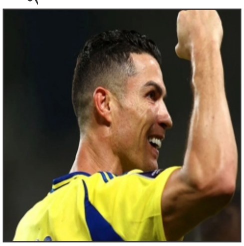

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

দল ধুঁকলেও নিজের পারফরম্যান্স ঠিক রেখেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। সৌদি প্রো লিগে গতকাল রাতে আল ওখদুদকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে তার দল আল নাসর।

ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেই এগিয়ে যায় আল ওখদুদ। স্যাভিয়র গাডউইন তাদের এগিয়ে নেন। সমতায় ফিরতে অবশ্য খুব বেশি সময় লাগেনি আল নাসরের। ২৯তম মিনিটে তাদের সমতায় ফেরান সাদও মানে। সতীর্থের হেডে প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ফিরতি শটে জাল খুঁজে নেন সাবেক এই লিভারপুল তারকা।

৪২তম মিনিটে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান রোনালদো। বক্সে মানে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। সফল স্পট কিকে আসরের প্রথম গোল করলেন পর্তুগিজ তারকা। বিরতির পর ফের গোল পান মানে। হেডে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন সেনেগালের ৩২ বয়সী এই ফরোয়ার্ড।

এই জয়ে ১৪ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে অবস্থান করছে আল নাসর। এক ম্যাচ কম খেলে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল ইত্তিহাদ। সমান ম্যাচে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আল-হিলাল।

## দিয়ালোর সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করলো ম্যানইউ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

আমাদ দিয়ালোর সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছে ইংলিশ জায়ান্ট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) এ চুক্তি সম্পন্ন হয়। এতে করে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ওল্ড ট্রাফোর্ডে থাকছেন আইভোরিয়ান এই স্ট্রাইকার।

২২ বছর বয়সী এই উইঙ্গার আশানুরূপ পারফরমেন্স করায় লম্বা সময়ের জন্য তাকে ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ক্লাবটি। চলতি মৌসুমে চুক্তি শেষ হওয়ার পর আরও ১২ মাস সময় বাড়ানোর সুযোগ ছিল রেড ডেভিলসদের। তবে সে পথে না হেঁটে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় দলে রেখে দেয়া হয়েছে তাকে।

সবশেষ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৭ ম্যাচে ৬ গোল করেন তিনি। ২০২১ সালে ইতালিয়ান ক্লাব আটালান্টা থেকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দেন আমাদ দিয়ালো।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় দিয়ালোর। জাতীয় দলের হয়ে তিনি খেলেছেন ৬টি ম্যাচ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR